বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নসুধায় মানবাধিকার
সোনা কান্তি বড়ুয়া

আলকায়দা ও তালেবানদের মতো রাজা দেব পুরন্দর ইন্দ্র সহ বৈদিক শাসকগণ সিন্ধুসভ্যতায় প্রাগৈতিহাসিক বৌদ্ধধর্মের বিশ্বমৈত্রীর প্রেক্ষাপট ধ্বংস করেন। প্রসঙ্গত: ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস (বৈদিক সাহিত্যে নেই) বা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারাগুলো আজকের জাতিভেদ প্রথার বৈদিকপন্থী পন্ডিতগণ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের দ্বিজাতি তত্ত্বের উগ্র ধর্মান্ধের দল সহ পৃথিবীর সরকারগণের মনে আছে কি? ইসলাম ধর্মকে রাজনীতিতে তরোয়াল হিসেবে ব্যবহার করার পরিণাম ফলশ্রুতিতে তালেবান মার্কা পাকিস্তান নানা ব্যভিচার ও শত্রু সম্পত্তির জন্য দায়ী । "সব মানুষই মুক্ত অবস্থায় সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন। ভ্রাতৃত্বসুলভ মনে পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করা উচিত।" ধর্মনিরপেক্ষতা ও অহিংসার ছবি বা গৌতমবুদ্ধের কত শত মূর্তি আমাদের উপমহাদেশের মাটির তলায় লুকিয়ে আছে তা আমরা অনেকে জানি না। আমাদের সমাজে পারস্পরিক মৈত্রী, করুণা, মূদিতা (পরের সুখ দেখে হিংসা না করা) ও উপেক্ষা (সুখে দুঃখে বিচলিত না হওয়া) সহ পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নের ব্রতে মনের মল প্রক্ষলন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রাগৈতিহাসিক বৈদিক পূর্ব বৌদ্ধ সংস্কৃতিময় সিন্ধুসভ্যতা সমৃদ্ধ বৌদ্ধযুগের বিশ্বমৈত্রীর অতি প্রাচীন রেনেসাঁসের দীপমালা ত্রিশ হাজার বুদ্ধমূর্তি পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ডায়ামের প্রদেশে ডায়ামের ভাসা বাঁধের জন্য ১৩৫ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে খোঁড়াখুঁড়ির সময় পাওয়া গেছে। পাক শহরে প্রাচীন স্থাপত্য সম্ভার মিলতে পারে 'মিসিং লিংক' এর সন্ধান (দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ০৮, ২০০৮)।" হিন্দু ভারতে মানবাধিকার সহ "বৌদ্ধ" নামক কোন স্বাধীন গোষ্ঠির অস্তিত্ব নেই কেন?

ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক ও কবিগণ (কবি জয়দেব) গৌতমবুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার নামকরণ করে বৌদ্ধদের মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করেছেন। বৌদ্ধদের অস্তিত্ব রাতারাতি হিন্দু শাসক ও ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ লুট করে নিয়ে গিয়ে রামায়ণের অযোধ্যা অধ্যায়ের বত্রিশনম্বর শোকে সকলবুদ্ধকে গালাগাল দিয়ে মানবতার অপমান সাধন করেছেন। অতীশ দীপংকর (৯৮২ - ১০54) প্রতিবেশীসুলভ পরিশীলিত নাগরিক ব্যবহার ও মৈত্রীময় প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রকে অবলম্বন করে তাঁর মহাপ্রয়াণ অবধি প্রায় তের বছর পর্যন্ত (১০৪২ - ৫৪ খৃষ্ঠাব্দ) তিব্বতের বৌদ্ধ সাহিত্যে আশিখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ২য় শতাব্দীতে মহাপন্ডিত নাগার্জুন ৬ষ্ঠ পারামিতা বা বুদ্ধত্ব লাভের পন্থা ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন মহাগম্ভীর মহাযান সূত্র নিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র সম্পাদনা করেন। তন্মধ্যে (১) অষ্ঠারিকা

প্রজ্ঞাপারমিতা (২) হীরক সূত্র (বিশ্বের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ) (৩)হৃদয় সূত্র (৪) বজ্রচ্ছেদিকা বা ডায়মন্ড সূত্র সহ সর্বমোট দুইলক্ষ শোক আছে। যেই দেশে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের স্রোতধারা বা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র বিরাজমান অথচ আমরা "চিনির বলদ চিনি টানি, চিনি না চিনি।" মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ সহ ইতিহাসের আলোকে দেশে প্রজ্ঞাপারমিতার ঝর্ণাধারা আজ ও বিরাজমান।

"প্রত্যেকেরই জীবনধারণের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার" বৌদ্ধধর্মে বিরাজমান। বৈদিক ইন্দ্ররাজা সহ ব্রাহ্মণসমাজ **মহেঞ্জোদারো হরাপ্পার সিন্ধুসভ্যতায় প্রাগৈতিহাসিক বৌদ্ধধর্ম** ধ্বংস করে বৈদিক সভ্যতা স্থাপন করার পর বৌদ্ধধর্মকে হিন্দু ধর্মের শাখা বলার ধৃষ্ঠতা দেখায়। অথচ বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রধানতম হলেন ইন্দ্র। "যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম" নামক (প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত) গ্রন্থে পলব সেনগুপ্তের লেখা "ধর্ম ও ভারতবর্ষ :আদিপর্বের রূপরেখা" প্রবন্ধে আমরা পড়েছি, " ইন্দ্ররাজাকে যুযুধান আর্যভাষী নায়করূপে দেখা যায় যিনি : (ক) শতদ্বারযুক্ত প্রস্তরনির্মিত নগরীসমূহ ভস্মসাৎ করেছিলেন; (খ) হরিযুপীয়া (হরোপ্পা) নগরের উপকণ্ঠে দাসবংশীয় রাজন্যবর্গ ও সৈন্যদেরকে ধ্বংস করেছিলেন; (গ) মুরদেবাঃ- শিশ্নদেবাঃদের নগরী লুণ্ঠন করেছিলেন; (ঘ) দাসরাজাদের পুরনারীদেরকে গণধর্ষণে বিধ্বস্ত করার নেতৃত্ব করেছিলেন; (ঙ) স্বয়ং ঊষাদেবীকে ধর্ষণ করেছিলেন; (চ) বৃত্র নামক ত্রিশীর্ষ অসুরকে বধ করেছিলেন; (ছ) কৃষ্ণত্বক দাস-অহি বংশীয়দের পৃষ্ঠত্বকউন্মীলন করেছিলেন; (জ) দাসবংশীরা গর্ভিনী নারীদের হত্যা করেছিলেন; (ঝ) যতি-দের (বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বোধিসত্বদের) নিধন করে উলাস প্রকাশ করেছিলেন।"

এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক বৌদ্ধ সভ্যতা, সংস্কৃতি, (স্বপন বিশ্বাসের লেখা "মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পায় বৌদ্ধধর্ম) ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সিন্ধুসভ্যতায় বৌদ্ধ বাতাবরণের অস্তিত্ব সমূলে ধ্বংস করে প্রাচীন ভারত উপমহাদেশে ব্রাহ্মণদের আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুখ্যবৈদিক দেবতা (প্রায় তিনশ সুক্ত তারই উদ্দ্যেশ্যে নিবেদিত) ইন্দ্র রাজারই মাহাত্ম্য যদি এই হয়, তাহলে বৈদিকধর্ম চিন্তা সম্পর্কে অনুরক্ত বোধ করার কোন কারণ সম্ভবত নেই। উনংশি শতাব্দীতে বৌদ্ধভিক্ষু দামোদর ধর্মানন্দ কৌশাম্বী উষাদেবীকে হরোপ্পা বা সিন্ধুসভ্যতার মাতৃদেবতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। উক্ত ঘটনাবলী আমাদের মতে একাত্তরের নয়মাসের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের দুইলক্ষ মা-বোনের ধর্ষণ এবং ত্রিশলক্ষ নর-নারীর হত্যার এক সাগর রক্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১২০৪ খৃষ্ঠাব্দে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পর আজ ও বাংলার নববর্ষে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির' অবদান অনস্বীকার্য।

সম্প্রতি দেশের পত্র পত্রিকায় উগ্র ধর্মান্ধদের খুঁটির জোর কোথায়" শীর্ষক সংবাদ পড়ে চট্টগ্রামের গানের কথা মনে পড়ে গেল, "চোরাইয়া চুরি করি মসজিদে ঘুমায়।" অথবা "হে মৌলবী বদ্দা, তোঁয়ারে কিয়ে নকুলায়? রাতের বেলা ওয়াচ কর / দিনের বেলা সীমা টেল" ইত্যাদি বাংলাদেশে মৌলবাদীদের দর্শনে বিরাজমান। মৌলবাদীদের আক্রমন থেকে

দেশের পবিত্র সংবিধান ও মানবাধিকার রক্ষায় আমরা চাই বাংলাদেশে নিরাপদ মাতৃত্ব। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীরা কিসের আলামতে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে তলোয়ার বানিয়ে দেশের নর নারী সহ শিশু হত্যার রক্তাক্ত কাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরাজমান। বাংলার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একতাবদ্ধ । দিন বদলের মায়ামন্ত্রে চারিদিকে যেন সাড়া পড়েছে ঘরে বাইরে হৃদয় বাংলাদেশে। দেশের তরুলতায় শ্যামলতায় ফুলের হাঁসিতে কোকিলের কুহুরবে পাখীর কলতানে নববর্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপাপবিদ্ধ আনন্দ যেন উছলে পড়ছে। দিন বদলের শুভদিনে ঢাকা সহ রমনার বটমূলে ও দেশের বিভিন্ন জনসমাগমে উৎসবের সমারোহ ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাবকে আর ও মধুরতর করে তুললো জন গণ মনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে। বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্ঠান, আমরা সবাই বাঙালি। বৈদিক জাতিভেদ প্রথায় মানবাধিকার নাই কেন? 'মৈত্রী' ভাবনা বা ধ্যাননীতি মালা বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধ সাহিত্য জুড়ে বিরাজমান।

এস বড়ুয়া, লেখক বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা, সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও মেডিটেশন মাষ্টার।